৫০ লাখ ছাড়াল করোনা আক্রান্ত, মৃত্যুর মিছিলে ৩ লাখ ২৯ হাজার মানুষ

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশ্বে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ক্ষয়ক্ষতি। ইতিমধ্যে ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে সংক্রমণ। আর মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছেন অন্তত ৩ লাখ ২৯ হাজার মানুষ।

শুরু থেকেই করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় জনস হপকিন্সের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার দিকে বিশ্বে মোট আক্রান্ত অর্ধকোটি ছাড়িয়ে গেছে।

আক্রান্তদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ২৮ হাজার জনের। সুস্থ হয়েছেন প্রায় ১৯ লাখ।

করোনায় আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার বেলা ১ টা পর্যন্ত করোনায় বিশ্বে ৩ লাখ ২৯ হাজার ৭৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ লাখ ৯০ হাজার ৯৭৭ জন।

বিশ্বে মোট আক্রান্তের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্রের, সাড়ে ১৫ লাখ। মৃত্যুর তালিকায়ও শীর্ষে দেশটি, ৯৩ হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে।

আক্রান্তের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে রাশিয়া, ৩ লাখ ৮ হাজার। দুই লাখ ৯১ হাজার আক্রান্ত নিয়ে তৃতীয়স্থানে ব্রাজিল।

চতুর্থস্থানে আছে যুক্তরাজ্য, আড়াই লাখ ছুঁই ছুঁই। পঞ্চমস্থানে স্পেন, ২ লাখ ৩২ হাজার। পাঁচ হাজার আক্রান্ত কম নিয়ে ষষ্ঠস্থানে ইতালি।

মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পরে যুক্তরাজ্য, ৩৫ হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে। তৃতীয়স্থানে ইতালি ৩২ হাজার ৩০০।

চতুর্থস্থানে ফ্রান্স, ২৮ হাজার ১০০। সাড়ে ২৭ হাজার ছাড়ানো

মৃত্যু নিয়ে স্পেন আছে পঞ্চমস্থানে। ষষ্ঠস্থানে ব্রাজিল ১৮ হাজার ৮০০ ছাড়িয়েছে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। প্রাণঘাতী এই ভাইরাস বিশ্বজুড়ে মহামারি আকার ধারণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এটি বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।১১ মার্চ করোনাকে মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সূত্র-যুগান্তর

করোনার মধ্যেই চীনে ভূমিকম্প, নিহত ৪

করোনায় বিপর্যস্ত চীনে এবার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সোমবার সন্ধ্যায় দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশে রিখটার স্কেলে ৫.০ মাত্রায় ভূমিকম্প হয়।

মঙ্গলবার স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ইউনান প্রদেশের কিয়াওজিয়া কাউন্টিতে সোমবার সন্ধ্যায় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এতে চারজনের মৃত্যুও ২৪ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। খবর এএফপি ও এনডিটিভির।

ইউনানের প্রাদেশিক সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঝাওটোং শহরের কাছে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ওই শহরে ৬০ লাখ মানুষের বসবাস। তাৎক্ষণিকভাবে ১৬টি শহরতলীতে দমকলবাহিনী ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে।

চীনের উহান শহর থেকে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর চার মাস পেরোলেও নিয়ন্ত্রণের কোনো লক্ষণ নেই। সূত্র-যুগান্তর

ব্রাজিলে রোগীর চাপে ভেঙে পড়ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বুলেটের গতিতে বাড়ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। দেশটিতে এই মহামারী হঠাৎ করে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, হাসপাতালগুলোর আইসিইউতে তো দূরের কথা, সাধারণ বেডও খালি পাওয়া যাচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় শহর সাওপাওলোর মেয়র ব্রুনো কভোস বলেছেন, জরুরিভিত্তিতে নতুন বেডের ব্যবস্থা করতে না পারলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়বে। খবর বিবিসির।

সাওপাওলোর মেয়র আরও বলেন, হাসপাতালগুলোতে ৯০ শতাংশ বেড আরও আগেই ভর্তি হয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সপ্তাহ পর পরিস্থিতি কী হবে তা কেউ বলতে পারবে না।

করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে সাওপাওলোর অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। শুধু এ শহরেই ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে এ প্রাণঘাতী ভাইরাসে।

আক্রান্তের সংখ্যায় দেশটি রোববার ইউরোপের দুই দেশ স্পেন ও ইতালিকেও ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৪১ হাজার ৮০ জন।

হঠাৎ করে লাতিন এ দেশটি আক্রান্তের দিক থেকে এক লাফে পঞ্চমস্থানে উঠে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এখানে ৪৮৫ জন মারা গেছেন এবং আক্রান্ত হয়েছেন নতুন করে ৭ হাজার ৯৩৮ জন। ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ১১৮ জনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগেই সতর্ক করে বলেছিল– করোনাভাইরাসের পরবর্তী ‘হটস্পট’ ব্রাজিল। সেই সতর্কতা এখন সত্যি হতে চলেছে। গেল এক সপ্তাহে দেশটিতে হু হু করে বেড়েছে সংক্রমণ ও প্রাণহানি।

করোনা রোগীর সংখ্যায় ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও ইতালিকেও ছাড়িয়ে গেছে ব্রাজিল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, নতুন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠছে লাতিন আমেরিকার এ দেশটি। এদিকে দুই মাস পর মৃত্যু একশর নিচে নামল স্পেনে। সূত্র-যুগান্তর

ভারতে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি, ২৪ ঘন্টায় ফের সংক্রমণের রেকর্ড

ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ হারে ছড়িয়ে পড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। দেশটিতে রবিবার আক্রান্ত হলেন আরও ৫ হাজার ২৪২ জন। শেষ ২৪ ঘণ্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৫৭ জনের।

এখন পর্যন্ত ভারতের মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬ হাজার ১৬৯ জনে। এরমধ্যে ৫৬ হাজারের বেশি রয়েছে অ্যাক্টিভ কেস। সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৮২৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ২৯ জনের।

দেশটিতে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক করোনা সংক্রামিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। এই রাজ্যে কেবল শনিবারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কমপক্ষে ১ হাজার ৬০৬ জন মানুষ। যার জেরে মহারাষ্ট্রে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৩০ হাজারের গণ্ডি। এই রাজ্যেই করোনা সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ৪৮ লাখ, মৃত্যু ৩১৬৬৭১

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর চার মাস পেরোলেও নিয়ন্ত্রণের কোনো লক্ষণ নেই।

এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪৮ লাখ ১ হাজার,

মারা গেছে ৩ লাখ ১৬ হাজারেরও বেশি এবং সুস্থ হয়েছে ১৮ লাখ ৫৮ হাজারেও বেশি মানুষ। খবর বিবিসি ও আলজাজিরার।

যদিও এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারে ওঠেপড়ে লেগেছেন বিজ্ঞানীরা। শতাধিক গবেষক দল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এ ভাইরাসে গোটা বিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভাইরাস মোকাবেলায় দেশে দেশে চলছে লকডাউন, জরুরি অবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ।

কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে লকডাউন শিথিল করে বেকায়দায় আছে। সেখানে নতুন করে আবার আক্রমণ শুরু করেছে করোনা।ইউরোপে শুরু হয়েছে লকডাউনবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল।

করোনার আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪৮ লাখ ১ হাজার ৮৭৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮২ হাজার ২৫৭ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ১৮ লাখ ৫৮ হাজার ১৭০ জন।

বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৭১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৬১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ২৬ লাখ ২৬ হাজার ১৮০ জন। তাদের মধ্যে ২৩ লাখ ৯৮ হাজার চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। আর ৪৪ হাজার ৮২৩ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে মোট আক্রান্ত ১৫ লাখ ২৭ হাজার ৬৬৮ জন, সুস্থ হয়েছে তিন লাখ ৪৬ হাজার ৩৮৯ এবং মারা গেছে ৯০ হাজার ৯৭৮ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

যেসব দেশে বেশি আক্রান্ত ও মারা গেছে সেগুলো হলো– রাশিয়ায় আক্রান্ত ২ লাখ এক হাজার ৭৫২, ২ হাজার ৬৩১। স্পেনে আক্রান্ত দুই লাখ ৭৭ হাজার ৭১৯ এবং মারা গেছে ২৭ হাজার ৬৫০ জন।

ইংল্যান্ডে আক্রান্ত দুই লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৫ এবং মারা গেছে ৩৪ হাজার ৬৩৬ জন।

ইতালিতে আক্রান্ত দুই লাখ ২৫ হাজার ৪৩৫ এবং মারা গেছে ৩১ হাজার ৯০৮ জন।

ফ্রান্সে আক্রান্ত এক লাখ ৭৯ হাজার ৫৬৯, মারা গেছে ২৮ হাজার ১০৮ জন।

ব্রাজিলে আক্রান্ত ২ লাখ ৪১ হাজার ৮০ এবং মারা গেছে ১৬ হাজার ১১৮ জন।

এদিকে করোনার উৎপত্তিস্থল চীনে আক্রান্ত ৮২ হাজার ৯৪৭ এবং মারা গেছে ৪ হাজার ৬৩৪ জন।

এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে আক্রান্ত ৯৫ হাজার ৬৯৮ এবং মারা গেছে ৩ হাজার ২৫ জন।

পাকিস্তানে আক্রান্ত ৪০ হাজার ১৫১ এবং মারা গেছে ৮৭৩ জন।

বাংলাদেশে আক্রান্ত ২২ হাজার ২৬৮, সুস্থ হয়েছে ৪ হাজার ৩৭৩ এবং মারা গেছে ৩২৮ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাস: ভারতে আক্রান্ত ৯০ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। ভারতেও হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। এরই মধ্যে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৯০ হাজার।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৯০ হাজার ৯২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮৭২। আর সুস্থ হয়েছে ৩৪ হাজার ২২৪ জন। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্রাজিলে আরও ভয়ঙ্কর করোনা, আক্রান্তে ছাড়িয়ে গেল স্পেন-ইতালিকেও

দিন যতই যাচ্ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গেছে ইউরোপের দেশ স্পেন ও ইতালিকেও।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ১৪ হাজার ৯১৯ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৩৩ হাজার ১৪২ জন। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, তালিকায় ব্রাজিলের ওপরে রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য।

এক মাসের ভেতর দুইজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করা ব্রাজিলে করোনা শনাক্তের অবস্থা রীতিমতো ‘যাচ্ছেতাই’। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার তুলনায় দেশটিতে মাত্র কয়েক শতাংশ পরীক্ষা হচ্ছে।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত একদিনে দেশটিতে আরও ৮১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যু ১৫ হাজার ৬৩৩ জনের। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনার চরম দুর্যোগে পথ

দেখাচ্ছেন পেরুর মারিয়া আন্তোনিয়েতা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্বজুড়েই চলছে লকডাউন। এই লকডাউন চলছে কোনও দেশে আংশিক, আবার কোনও দেশে পুরোদমে। লকডাউনের প্রভাবে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে গোটা বিশ্ব। এর প্রভাবে পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে পেরুর অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা অর্থনৈতিক নতুন কর্মকৌশল নিয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় রেখেছেন দেশকে। তার এই কর্মকৌশল পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রশংসিত হয়েছে। গণমাধ্যম তাকে হিরো হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

যেভাবে আলোর পথ দেখাচ্ছেন মারিয়া আন্তোনিয়েতা মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা হারতে শেখেননি। লকডাউনের সময়কার নগদ অর্থ সাহায্যের এই কৌশল নিয়ে অনেক দেশই আগ্রহ দেখিয়েছে। অনেক গণমাধ্যম তাকে হিরো আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। করোনাভাইরাসের হাত থেকে অর্থনীতিকে সচল রাখার কৌশল আলোচনা হচ্ছে। মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা তার দেশ ও আশপাশের দেশগুলোর অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কমিটি গড়েছেন। এরপর তিনি তাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পন্থা ঠিক করেছেন। এরপরই নগদ অর্থ বিলি করা শুরু করেছে সরকার। অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী বেতন কাঠামোতে সরকারিভাবে ভর্তুকি দিতে, ব্যবসায়ীদের সরকারি ঋণ সাহায্য দানের প্রস্তাব দিয়েছেন। কোনোটিই এর আগে কখনও পেরুর অর্থনীতিতে বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে হেইমে রেইশচে নামের মডি’স ইনভেস্টর সার্ভিসের একজন অর্থনীতি বিশ্লেষক বলেছেন, ‘এগুলো হলো সরকারের ভেতরে মারিয়ার চাপের ফল। পরিষ্কার কথা বলে করোনাভাইরাসের ক্ষতির পরিমাণ জানানো ও সেই ক্ষতিতে সাড়া দেওয়ায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।’

ব্যাপক মহামারীর এ সময়ে তিনি অর্থ ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দিকনির্দেশক অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধার প্রকল্পটি নিয়ে এসেছেন। ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও একেবারেই সাধারণ মানুষকে উদারতা দেখানোর জন্য তাদের ভালোবাসা পেয়েছেন।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো হাউম্যান আরও বললেন, ‘লাতিন একটি

দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পেরু সবার উদাহরণ।’

রিকার্ডো হাউম্যান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মারিয়ার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পেরুসহ করোনাভাইরাসের মহামারীতে আরও ১০টি দেশের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য গড়া বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য।

সাত মাস বয়সের প্রিয় মন্ত্রীকে নিয়ে বললেন, ‘পেরুতে মারিয়া না থাকলে খুব ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবতে হতো।’ লকডাউনের শুরু থেকেই যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তার ওপর বেশির ভাগ মানুষেরই আস্থা আছে। কার্লোস অলিভা নামের সাবেক এক অধ্যাপক বলেছেন, ‘তিনি যোগাযোগে খুব ভালো, যা এই পরিস্থিতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

তাদের উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুই সপ্তাহ আগে পেরু তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্ড রেকর্ড কমমূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করেছে। অন্যতম কারণ, বিনিয়োগকারীদের মনোবল বাড়ানো।

ইতালি ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল কিছুটা কিছুটা কমতেই দেশটি ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে আগামী ৩ জুন থেকে দেশটির নাগরিকরা সেদিন থেকে বিদেশ এবং বিদেশি নাগকরিকরা ইতালি ভ্রমণ করতে পারবেন।

আজ শনিবার (১৬ মে) প্রকাশিত এক আদেশে এ কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ৪ মে থেকে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করে কিছু কারখানা এবং পার্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তের সই করা সাম্প্রতিক এ আদেশে, ১৮ মে থেকে কিছু দোকানা এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তবে সেখানে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চগুলোও সেদিন (১৮ মে) প্রার্থনার আয়োজন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চার্চে আগতদের অবশ্যই ফেস মাস্ক পরিধানের পাশপাশি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইসঙ্গে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জমায়েত করে প্রার্থনার অনুমতি পেয়েছেন।

ইতালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হয়েছে ৩১ হাজার ৬১০ জনের। দেশটির চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৮৭ হাজার ৫৫৯ জন) এবং যুক্তরাজ্যে (৩৪ হাজার ৭৮ জন)।

মানবকণ্ঠ/

‘এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি’

অভিনয়ের পাশাপাশি প্রেম নিয়ে বলিউড তারকাদের আলোচনা নিত্যদিনের ঘটনা। যদিও এই লকডাউনের সময়ে এ বিষয়টি ইদানিং কম উঠে আসছে। তবে সম্প্রতি এমনই এক প্রসঙ্গে শিরোনামে এলেন পরিনীতি চোপড়া। প্রেম নিয়ে খুব কমই আলোচনায় এসেছেন তিনি।

এখনও সিঙ্গেল তকমা নিয়েই ঘুরছেন এই অভিনেত্রী। তবে এখন মনের মানুষ খুঁজছেন পরিনীতি। এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন, ‘আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির। শারীরিক অথবা প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে চাই না। এ ধরনের বিষয়ে আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কারও সঙ্গে ডেট অথবা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডস করিনি। আমি এমনই। তবে এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মনের মানুষ খুঁজে তার প্রেমে পড়তে চাই।’

খাবার খেতে বেশ পছন্দ করেন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘এই একটি বিষয় আমার খুব পছন্দ। খাবার ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। যেকোনো মুহূর্তে পিত্জা পেলেই আমি খেতে শুরু করবো। এমনও সময় গেছে, দিনে ৩টি করে পিত্জা খেয়েছি।’ এরইমধ্যে লেডিস ভার্সেস রিকি বহেল, ইশাকজাদে, শুদ্ধ দেশি রোমান্স, হাসি তো ফাঁসি, জবরিয়া জোড়িসহ বেশকিছু সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন পরিনীতি।

ইত্তেফাক/